## নতুন জেলা হবে ঝাড়গ্রাম, ৪ঠা এপ্রিল আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম:** আগামী ৪ঠা এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক সভায় যোগ দিতে আসছেন। ৩ এপ্রিল খড়্গপুরের প্রশাসনিক সভা শেষ করে সড়কপথে ঝাড়গ্রাম আসার কথা রয়েছে। ঝাড়গ্রামের ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে ওই দিন রাত্রি যাপন করবেন তিনি। পরদিন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের মাঠে প্রশাসনিক সভাতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। সেই সভা থেকেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ তম নব জেলা রূপে ঝাড়গ্রাম-এর নাম ঘোষণা করবেন। এছাড়া একগুচ্ছ শিল্যানাস, একাধিক নতুন প্রশাসনিক সরকারি কার্যালয়ের উদ্বোধন করবেন। ফিরবেন আকাশপথে। তার আগে শেষ মুহূর্তের হেলিকপ্টার মহড়া হয়ে গেল। শুক্রবার দুপুর ১২.৩০ নাগাদ রাজপাড়া ফুটবল মাঠে শেষবেলায় হেলিকপ্টার মহরা হয়। হেলিকপ্টারটি মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আয়োজিত পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়্গপুর হেলিপ্যাড হয়ে ঝাড়গ্রামের

অস্থায়ী রাজপাড়া হেলিপ্যাডে এসে পৌছায়। সঙ্গে এসে ছিলেন এডিজি সিকিউরিটি সঞ্জয় মুখার্জী, আইজি পশ্চিমাঞ্চল রাজীব কুমার মিশ্র এবং হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিবেক বর্মা ও অন্যান্য আধিকারিকেরা। সমস্ত আধিকারিকেরা নিরাপত্তা বিষয় খতিয়ে দেখেন ও নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা করেন।

## সরকারি নিয়ম মেনেই চলবে বিদ্যালয়

# সামসাবাদ ধান্যখোলা বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করে জানালেন শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার সরকারি নিয়ম মেনে চলবে। নন্দীগ্রাম কিংবা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্য কোথাও এমনকি রাজ্যের যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণে কোনও রকমের বিশৃঙ্খলা রাজ্যর সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরদাস্ত করবেন না।

রাজ্য তথা দেশের ভবিষ্যৎদের শিক্ষা প্রদানে কোনও রকমের সমস্যা হলে আপনারা আমাকে ফোন করে কিংবা হোয়াটস অ্যাপ করে জানাবেন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনকে বলে প্রয়েঅজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। শুক্রবার আচমকাই নিজেদের নির্বচনী ক্ষেত্র নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের দুটি বিদ্যালয় সামসাবাদ ধান্যখোলা বিদ্যাপীঠ ও মহম্মদপুর শিবনারায়ণ শিক্ষায়তনের পরিদর্শনে দিয়ে সেখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলেন এলাকার বিধায়ক তথা পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত সাম্প্রতিককালে নন্দীগ্রামের এই দুটি বিদ্যালয়ে কয়েকটি বিশৃঙ্খল ঘটনায় ঘটে যাওয়ায় খবরের শিরোনামে চলে আসে। পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দুটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সেখানকার পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। মন্ত্রী দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গেও আলাদা করে কথা বলেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তৃণমূল সরকার রাজ্যের বিগত ৩৪ বছরের ভেঙে পড়া বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আগের থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে রাজ্যের শিক্ষার হাল। তাই তাঁর সরকার কিংবা সরকারের নেত্রী কোনও ভাবেই আবার শিক্ষা পরিকাঠামো ভেঙে পড়ুক সেটা বরদাস্ত করবেন না। জানা গেছে, সামসাবাদ ধান্যখোলা বিদ্যাপীঠের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৫ লক্ষ টাকা দান করেন পরিবহণ মন্ত্রী। এছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে হলদিয়া উন্নয়ন পর্যদের কাছে একটা ২৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প জমা করার প্রস্তাব দেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী তথা হলদিয়া উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান শুভেন্দু অধিকারী।

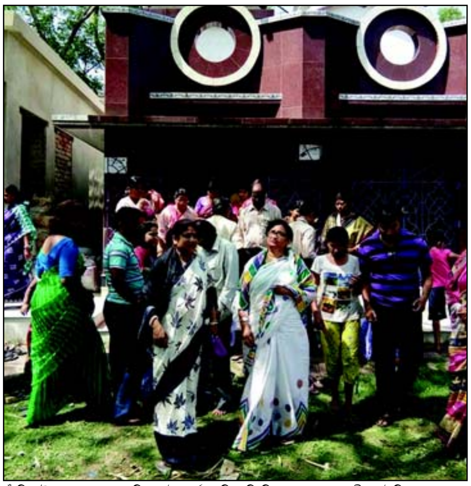

কাঁথি পৌরসভা দারুয়াতে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলর ও তৃণমূল কর্মীরা। - নিজস্ব চিত্র

## নন্দীগ্রামে এমএ কোর্স শুরুর সম্ভাবনা সীতানন্দ কলেজে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম:** সামনের জুলাই সেশন থেকে দুটি বিষয়ে এমএ কোর্স শুরুর সম্ভাবনা নন্দীগ্রামের সীতানন্দ কলেজে। কলেজ সূত্রে এমনটি জানা গিয়েছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ মাইতি জানান, কলেজের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স শুরু করার আবেদন জানানো হয়েছিল। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কলেজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বাংলা ও সংস্কৃত বিষয়ে রেগুলার এমএ কোর্স শুরু হতে পারে আগামী জুলাই সেশন থেকে। দুটি বিষয়ে ৫০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। রেগুলার কোর্স হওয়া স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের আর দূরে গিয়ে এমএ কোর্স করতে হবে না। ছাত্র সংসদের পক্ষে সুশোভন ভুঁইয়্যা জানান, নন্দীগ্রামের মত বিস্তীর্ণ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ এক আশীর্বাদ।

এই কলেজের জি বি সদস্য ডঃ বাপ্পাদিত্য মাইতি বলেন, জি বি সভাপতি সেখ আবু তাহের সহ পরিচালন সমিতির সদস্যদের সদর্থক ভাবনার বাস্তবায়ন হয়েছে। অন্যান্য বিষয়গুলিতেও দ্রুত মাস্টার ডিগ্রি খোলার ব্যবস্থা হবে আগামী দিনে। প্রসঙ্গত, শিক্ষা বিস্তারের জন্য নন্দীগ্রামের রায়নগরের বাসিন্দা বেণীমাধব পাল, ধান্যখোলার ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি এবং নন্দীগ্রামের তারকনাথ বেরা এই তিনদন মহান ব্যক্তির দানে মূলত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। বেণীমাধববাবু ও ক্ষীরোদচন্দ্রবাবু ৬০ হাজার টাকা করে দান করেন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য। এদের দুজনের বাবা সীতানাথ ও আনন্দমোহনের নামের প্রথম পর্ব যোগ করে কলেজের নামকরণ করা হয় সীতানন্দ। ১৯৬০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায় এই কলেজ। পরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে।

### বিনা চিকিৎসায় ১২ ঘণ্টা পড়ে রোগী

## নার্সের উপর দোষ চাপাল সুপার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়্গপুর:** ঘটনাটি জেলার খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালের। দু'দিন পর খড়্গপুরে প্রশাসনিক সভা করতে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। যদি মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে হাজির হন, তাই তড়িঘড়ি হাসপাতালের অবস্থা খতিয়ে দেখতে আজ খড়্গপুর হাসপাতালে হাজির হন সদ্য নিযুক্ত রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ। আর এই হাসপাতাল পরিদর্শনের সময়েই তার কাছে রোগীর এক পরিবার অভিযোগ জানালেন রাত ১২টা থেকে তাদের রোগী ভর্তি আছে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে, কিন্তু ১২ ঘণ্টা কেটে গেলেও কোনও চিকিৎসা হয়নি। এমনকি চিকিৎসক অবধি আসেনি। দেবাশিস চক্রবর্তী নামের খড়্গপুরের তালবাগিচার এক বাসিন্দা তার মাকে নিয়ে এমনই সমস্যায় ভুগছেন বলে অভিযোগ করেন। তার মা তুলসী চক্রবর্তী বুক ও পেটে ব্যাথা নিয়ে গতকাল রাতে ভর্তি হন। আর এর পর সাংবাদিকরা ওই রোগীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, কেন অভিযোগ জানিয়েছে যে জন্য ওই রোগীর পরিজনকে এক বহিরাগত নিয়ে ট্রমা কেয়ারের এক নার্স রীতিমতো ধমক দেন বলে অভিযোগ। পুরো ঘটনাকেই নার্সের দোষ বলে দায় সেরেছেন হাসপাতাল সুপার। এটা করা ঠিক হয়নি বলে জানিয়ে দেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান।

## খড়্গপুর আইআইটি ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়্গপুর:** গতকাল রাত্রি সাড়ে বারোটা নাগাদ আইআইটি'র সামনে পুরী গেট রেললাইনে গলা কাটা অবস্থায় উদ্ধার হয় এক যুবকের মৃতদেহ। জানা যায়, যে ওই যুবক খড়্গপুর আইআইটি'র ছাত্র। নাম শানা শ্রী রাম। অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা সে। আইআইটি'তে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল সে। অন্যান্য পড়ুয়াদের কাছ থেকে জানা যায় সে বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যায় সে। তারপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ মেলেনি। পরে রাতের সময় রেললাইন থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদমারী হাসপাতালে মৃতদেহ পাঠানো হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এটি আত্মহত্যা।

## দেশের অন্য প্রান্তে কিংবা বিদেশে নয়

# রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবার মন্দারমণিতেই ফিশিং ট্যুরিজম

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্দারমণি:** আসন্ন গরমের ছুটিতে ডেস্টিনেশন মন্দারমণি। কারণ শুধু ঝাউ জঙ্গল ঘেরা সমুদ্র উপকূলের শান্ত পরিবেশের আমেজ নেওয়া নয়, মন্দারমণিতে হোম স্টে ট্যুরিজম তথা ফিশিং ট্যুরিজমের আনন্দ গ্রহণের সুযোগ করে দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। ফলে আর ঘোলে নয়, দুধের স্বাদ দুধেই মিটবে ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির! সামুদ্রিক ফিশিং ট্যুরিজমের স্বাদ নিতে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের এবার আর দুবাই কিংবা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোনও আইস ল্যান্ডে ছুটতে হবে না। হাতের কাছে মন্দারমণিতেই ফিশিং ট্যুরিজমের আনন্দ নিতে পারবেন পর্যটকেরা। তাও আবার একেবারে নিজের সাধ্যের মধ্যে। দুবাই, ফিজি কিংবা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোনও আইসল্যান্ডে বেড়াতে যাওয়ার খরচের থেকে অনেক কম টাকা ব্যয় করে। রাজ্যের ক্ষমতা বসার প্রথম দিন থেকেই বাম আমলে অবহেলিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘা, মন্দারমণিকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে তুলে আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিগত ছয় বছরে দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, কিংবা শংকরপুরের পরিকাওঠামো-পরিষেবা-সৌন্দার্যায়নের আমূল উন্নতি ঘটিয়ে নিজের কথা রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রচেষ্টাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী দফতর যৌথভাবে মন্দারমণিতে হোম স্টে ট্যুরিজম তথা ফিশিং ট্যুরিজিমের আনন্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন পর্যটকদের। খুব শীঘ্রই মন্দারমণিতে চালু হয়ে যাবে এই ট্যুরিজম পরিষেবা জানিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা শাসক ডঃ রশ্মি কোমল। হোম স্টে ট্যুরিজম কি? নিত্য দিন নিজের কর্মব্যস্ত শহরের কংক্রিটের পাহাড় আর দূষণের মাঝে থাকতে থাকতে পরিবার বা বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে একবারে গ্রাম্য এলাকায় দূষণহীন পরিবেশে কয়েকটা দিন বেড়িয়ে আসতে চান অনেকেই। আর তার সঙ্গে যদি কোনও নদী কিংবা সমুদ্র নৌকায় চেপে মাছ ধরে তাতেই দুপুরে বা রাতের রসনা তৃপ্তি ঘটার ব্যবস্থা থাকলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু সেই সুযোগ সবার ভাগ্যে জোটে না। কারণ দেশের কিছু হাতে গোনা এলাকা ছাড়া এই ধরণের ট্যুরিজেমের জন্য দুবাই কিংবা দক্ষিণড় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আইস ল্যান্ডগুলিতে ছুটে যেতে হয়। সকলের সাধ থাকলেও সাধ্য তো নেই! তাই হোম স্টে সহ ফিশিং ট্যুরিজিমের কল্প শুনেই বেশিরভাগ পর্যটককে সাধ পূরণ করতে হয়। কিন্তু পর্যটকদের সেই স্বপ্ন পূরণ এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আর কিছু দিনের মধ্যেই সরকারি সহায়তায় পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণিতে পর্যটকদের সেই স্বপ্নের হোম স্টে ফিশিং ট্যুরিজম চালুর করার কথা জানিয়েছেন জেলা শাসক। ডঃ রশ্মি কমল জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মন্দারমণি এলাকার স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ৩০ জন সদস্যাকে এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তারা কি ভাবেপর্যটকদের সঙ্গে ব্যবহার করবেন, খাওয়ার রান্না করবেন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক বলেন, পর্যটকদের থাকার জন্য এই মহিলাদের বাড়ি সংলগ্ন তাদের জমিতে নতুন ঘর নির্মাণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিভি, ফ্রীজ, ওয়াসিং মেশিন প্রমুখ প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই মহিলাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এই মহিলাদের ব্যবসার জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে লোন দিচ্ছে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। তার মধ্যে আবার দেড় লক্ষ টাকা অপরিশোধ যোগ্য। জেলা শাসক জানিয়েছেন, ১০-১৫ জনের লোনের কাগজ জমা পড়েছে। জানিয়েছেন, তার মধ্যে ৭ জনের লোনের টাকাও এসে গেছে। বাকিদের খুব শীঘ্রই আবেদন জমা পড়বে।

জেলা শাসক জানিয়েছেন, শুধু এই মহিলারা নন। জেলার উপকূলীয় এলাকার অন্য কোনও মহিলারাও তাদের বাড়িতে হোম স্টে ট্যুরিজম পরিষেবা চালু করে উপার্জন করতে চাইলে প্রশাসন তাদেরকেও সহায়তা দেবে। জেলা পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে এলাকার আর্থিক ভাবে দুর্বল পরিবারগুলির অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন সঙ্গে ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি পর্যটক ও তার পরিবারের সদস্যদেরও হচ্ছে স্বপ্ন পূরণের ব্যবস্থা। এবারের গরমের ছুটিতে স্বাভাবিক ভাবেই পর্যটকদের বেড়াতে যাওয়ার সম্ভাব্য গন্তব্যের তালিকার প্রথমেই নাম থাকছে মন্দারমণির।

।। বন্দেমাতরম্ ।।
কাঁথি তৃণমূল কংগ্রেস
সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে
সংখ্যালঘু সমাবেশ

আগামী ৯ই এপ্রিল, ২০১৭ রবিবার দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যের সমর্থনে নির্বাচনী সংখ্যালঘু সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন ◆ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদ মাননীয় শ্রীযুক্ত শিশির অধিকারী ◆প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত শুভেন্দু অধিকারী ◆তমলুকের সাংসদ মাননীয় শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দু অধিকারী ◆ উত্তর কাঁথির বিধায়ক মাননীয়া শ্রীমতী বনশ্রী মাইতি ◆ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয়া শ্রীমতী মধুরিমা মণ্ডল ◆ কাঁথি পৌরসভার পৌরপ্রধান মাননীয় শ্রীযুক্ত সৌমেন্দু অধিকারী ◆ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সেক হাবিবুর রহমান ◆ বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম বারিক ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

উক্ত মহতী সমাবেশে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

স্থানঃ-
গিমাগেড়্যা বেসিক কলেজপ্রাঙ্গন
তারিখ ঃ- ০২.০৪.২০১৭
রবিবার
সময় ঃ- বিকাল ৪টা

জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন সহ-
সেক সাত্তার
সভাপতি
কাঁথি তৃণমূল কংগ্রস
সংখ্যালঘু সেল

কমিটির পক্ষে প্রচারিত ঃ সম্পাদক সেক মুস্তফা, সেক ইমরান, সেক হারেস, সেক বাবলু, সেক মঞ্জুর আহম্মেদ, বাবলু খাঁন, সেক সাবুল, সেক জাহাঙ্গীর।